R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা কার্তিক, বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২১শে অক্টোবর, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ভাগীরথীতে সেতু তৈরীর দ্বিতীয় ঠিকাদারী সংস্থাও বাতিল, এবার দায়িত্ব পেল গ্যামন ইণ্ডিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরে ভাগীরথীর উপর সেতু তৈরীর ব্যাপারে বোম্বের প্রথম ঠিকাদারী সংস্থা লোকগোষ্ঠী বহুদিন আগেই বাতিল হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাদের চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকারকে দ্বিতীয় কোন সংস্থার খোঁজ করতে হয়। ৯৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী সেতুর শিলান্যাসের পর এ বছর রাজ্য সরকারের কাছ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ কাজের দায়িত্ব নেয়। দ্বিতীয় ঠিকাদারী সংস্থা হিসাবে ম্যাকিনটোস বার্ণ কাজের দায়িত্ব নেয় বলে জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি নৃপেনবাবু জানান। আরও জানান, সংস্থা যে সমস্ত শর্ত আরোপ করেছিল সেতু তৈরীর ব্যাপারে তা জেলা পরিষদের মনঃপুত হয়নি। অগত্যা সরকারকে ওপেন টেণ্ডার ডাকতে হয়। তাতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

একজোড়া খরিসের সঙ্গে মশারীর ভেতর

নিজস্ব সংবাদদাতা : বন্যার জল ঢোকার সাথে সাথে অন্যদের সঙ্গে সুতি থানার নতুন পারুলিয়া গ্রামের পবন রবিদাসকেও সপরিবারে চলে যেতে হয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়ে। বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর ফিরে আসেন বাড়ী। গত ১৪ অক্টোবর রাতে বারান্দায় মশারী খাটিয়ে শুয়ে ছিলেন পবন। মাঝ রাতে ফোঁস ফোঁস আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। টর্চ জ্বেলে দেখেন মশারীর গায়ে দুটো গহমা খরিস। মশারীর ভিতর উঠে বসতেই একটা ছোবল মারে। সৌভাগ্যবসতঃ সাপটির দাঁত আটকে যায় মশারীতে। এইবার পবন মশারী তুলে বার হবার চেষ্টা করতেই দ্বিতীয়টি ঢুকে পড়ে মশারীর ভেতর। কালবিলম্ব না করে সেটিকে সজোরে হাত দিয়ে চেপে ধরেন অতর্কিতে সেটি ছোবল মারে তাঁর হাতে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন দিয়ে তাঁর ছেলে ও জামাই সাপ দুটিকে মেরে ফেলে। রাতেই তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় সঙ্গে নিয়ে আসা হয় মৃত সাপ জোড়াকেও। চিকিৎসায় পবন সেরে ওঠেন। এখন তিনি ভাল আছেন। খবর পেয়ে তাঁকে ও সাপ দুটিকে দেখতে হাসপাতালে ভিড় হয় প্রচুর

পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিকীকরণ হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভা ৮নং ওয়ার্ড ধনপতনগরে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা নিল এ ব্যাপারে পঃ বঃ বিদ্যুৎ পর্ষদকে ৬ লক্ষ ১২ হাজার ৭৮ টাকা পুরসভা জমা দিয়েছে বলে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান। ধনপতনগরে বৈদ্যুতিকীকরণের দাবী ছিল বহুদিনের। পুরপতি আরও জানান—জঙ্গিপুর পুর এলাকার বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচীতেও স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনায় ২৬ লক্ষ টাকার কাজ হচ্ছে। এই যোজনায় পুর এলাকার বস্তি অঞ্চলের রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ঐ টাকা ব্যয় হবে। এছাড়া পুর এলাকার মধ্যে যে সব প্রাইমারী স্কুল ঘরের অবস্থা খারাপ সেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—উভয়দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলিকে কম্যুনিটি সেন্টারে পরিণত করা হবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুর রাস্তা সংস্কার নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে যেটি এসডিও রিক্রিয়েশন ক্লাবের দিকে গেছে সেটি দীর্ঘ দিন হতে চলার অযোগ্য হয়ে রয়েছে। ঐ রাস্তা দিয়ে এসডিও, এসডিপিও, বিডিও, সাব রেজিষ্ট্রার, বিধায়ক, শয়ে শয়ে এ্যাডভোকেট প্রতিদিন যাতায়াত করেন। অথচ পুরসভার এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে খুঁড়ে খানাখন্দ করে রাখা হয়েছে। এর কারণ নাকি এই রাস্তার টেণ্ডার নিয়ে কনট্রাকটার কনট্রাকটারের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। অথচ জনসাধারণ প্রতিবাদে নীরব। এছাড়া রেজিষ্ট্রি অফিস যেতে ডাক বাংলোর পশ্চিম দিকের রাস্তাটিও কয়েকটি ইট ভাটার ট্রাক চলাচলে অকেজো হয়ে রয়েছে। ভাটা মালিকরা মাঝে মধ্যে রাস্তার (শেষ পৃষ্ঠায়)

এন বি এস টি সি বাসে ডাকাতি

সাগরদীঘি : গত ১১ অক্টোবর ভোরে এই থানার ভুরকুণ্ডা গ্রামের কাছে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে এক বাস ডাকাতি হয়। খবর, ছ'জন দুষ্কৃতি কলকাতা থেকে বালুরঘাটগামী এন বি এস টি সি (WB-63/0448) বাসে যাত্রী হয়ে ওঠে। বাসটি পলসণ্ডার কাছাকাছি এলে একজন দুষ্কৃতি ড্রাইভারকে বন্দুক দেখিয়ে নিষ্ক্রিয় করে বাস চালাতে শুরু করে। অন্যরা যাত্রীদের কাছ থেকে লুটপাট শুরু করে দেয়। একজন যাত্রীর কাছ থেকে নগদ ২০,০০০ টাকা এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে কিছু নগদ টাকা ও জিনিষপত্র লুট করে দুষ্কৃতীরা। পরে ভুরকুণ্ডা গ্রামের কাছে বাস থামিয়ে পালিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা কার্তিক বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ 'নোবেল'-বিজয়ী দ্বিতীয় বাঙালী ॥

পশ্চিমবঙ্গ যখন শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার পূর্বের আসন হইতে অনেক নামিয়া গিয়াছে, যখন বিভিন্ন শিল্প এক এক করিয়া এখান হইতে বিদায় লইতেছে, যখন ব্যবসায়ে তাহার স্থান যথেষ্ট গৌণ হইয়াছে, বেকারের সংখ্যায় এই রাজ্য যখন প্রায় শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, খুন-সন্ত্রাস-রাহাজানি-দুর্নীতি ও সর্বক্ষেত্রে কর্মনিষ্ঠার অভাবহেতু হতাশাপূর্ণ জীবনে বাঙালী জাতিটা যখন দিনযাপনের গ্লানিতে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া চলিয়াছে, তখনই এই হতভাগ্য রাজ্যের সুসন্তান বাঙালী ডঃ অমর্ত্য সেন 'রয়্যাল সুইডিশ এ্যাকাডেমি অব সায়েন্স' কর্তৃক অর্থনীতিতে এই বৎসরের 'নোবেল' পুরস্কার-প্রাপক হিসাবে মনোনীত হইয়া দেশকে বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'নোবেল' সম্মান লাভ করেন। দীর্ঘ ৮৫ বৎসর পর তাঁহারই প্রদত্ত 'অমর্ত্য' নামীয় শান্তিনিকেতনে জাত শিশুটি অধুনা ৬৪ বৎসর বয়স্ক ডঃ অমর্ত্য সেন এই সুদুর্লভ সম্মানের অধিকারী হইয়া দেশ তথা জাতিকে গৌরবান্বিত করিলেন। নোবেল-বিজয়ী হিসাবে তিনি দ্বিতীয় বাঙালী ও সপ্তম ভারতীয়।

ডঃ সেন ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে জন্মগ্রহণ করেন। বিদগ্ধ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের এই দৌহিত্র কবিগুরুর স্নেহচ্ছায়ায় অতিবাহিত করেন। প্রেসীডেন্সী কলেজ হইতে তিনি অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী হইয়া উচ্চ-শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা করেন। শিক্ষা-জীবনে উজ্জ্বল সাফল্যলাভের পর তিনি কলিকাতায় কর্মজীবন শুরু করেন। ইহার পর তাঁহার অধ্যাপনা ও গবেষণার ক্ষেত্র এই দেশ হইতে আমেরিকার হাভার্ড, ইংলণ্ডের কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ প্রসারিত হয়। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁহার মেধা ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বহু সম্মানের অধিকারী। তাঁহার গ্রন্থাদি বিশ্বজ্ঞানের দরবারে অত্যন্ত সমাদৃত। এই সমস্ত গ্রন্থাদিতে তাঁহার বৈদগ্ধ্য বিদ্বৎ-সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। শুষ্ক ও কূট অর্থনীতি ছাড়াও অর্থনৈতিক দর্শন তাঁহার ধ্যানের ফসল ছিল। তিনি জনকল্যাণ অর্থনীতির উদ্‌গাতা। ১৯৯৫ সালের পর এককভাবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার তিনিই পাইলেন। ডঃ সেন বর্তমানে ট্রিনিটি কলেজের 'মাষ্টার'। তিনিই প্রথম এশীয় যিনি অর্থনীতিতে নোবেল জয়ের বিরল সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

ডঃ অমর্ত্য সেন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গকে যে গৌরব দান করিলেন, তাহাতে দেশবাসী যথেষ্ট গর্বিত। তাঁহার সন্নিষ্ঠ অধ্যবসায় আধুনিক প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয়। তাঁহাকে সম্মান ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য দেশে প্রস্তুতি চলিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষ হইতে ডঃ সেনের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

"জঙ্গীপুরের দুর্গোৎসব সার্বজনীন মহোৎসব" শীর্ষক রচনা প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ৬ই আশ্বিন সংখ্যায় মাননীয় পশুপতি চক্রবর্তী মহাশয়ের লেখা প্রসঙ্গে সামান্য অভিযোগ জানানোর পূর্বে তাঁকে ও আপনাকে জানাই ৺বিজয়ার শ্রদ্ধা এবং জানাই সাধুবাদ কিছু ঐতিহ্যময় তথ্য আমাদের জানানোর জন্য।

কিন্তু পশুপতিবাবুর প্রতি অভিযোগ এই যে, বেশ তো শোনাচ্ছিলেন পুরানো কথা, অতীত সুর, প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সম্প্রীতির পরম্পরা। বেশ ভালো লাগছিল পড়তে তাঁর কথিত ইতিহাস। কিন্তু পশুপতিবাবু আপনি কি আপনার লেখার শেষ অনুচ্ছেদে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে দিলেন না? আমার ধারণা আপনি নিশ্চয়ই বাংলার কোন তথাকথিত সাচ্চা সেকুল্যারিষ্ট দলের একজন। যাঁরা ভারতবর্ষের সংখ্যাগুরুর স্বাভিমান অর্জনের ক্রিয়াকলাপ ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মৌলবাদী কার্যাকলাপ সহ্য করতে পারেন হৃষ্টচিত্তে, যাঁরা অনুপ্রবেশের মধ্যে দেশ-দ্রোহীতা না দেখে আন্তর্জাতিকতার সৌরভ পান, এমনকি কিছুদিন আগে ঘটা পোখরান বিস্ফোরণে স্বদেশীকতায় উদ্‌বুদ্ধ না হয়ে লজ্জাবোধ করেন, তাঁদেরই একজন আপনি। নইলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীপ্রবর-গণ যখন দু'খানা ইট পুঁতে কোন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তখন সেই অনুষ্ঠানকে 'শিলান্যাস' বলে আখ্যা দিয়ে বুক ও মুখ আনন্দে ভরিয়ে তোলেন। কিন্তু কোন হিন্দু যাঁরা "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলে বিশ্বাস করেন বা যাঁরা পৃথিবীর প্রতিটি জীবের সুখ ও নিরাময়ের প্রার্থনা করেন তাঁদের ঐ বিশ্বাসেই আঘাত করে বলতে হবে 'ইঁট'। এ কেমন বিচার পশুপতিবাবু যে মাননীয় জ্যোতি বসু, প্রশান্ত শুর কি আনেসুর রহমান ইঁট পুঁতলে বা গাঁথলে তা পরিগণিত হবে শিলায় কিন্তু বিষ্ণু হরিজন বা নারায়ণ দাস বা আশিস ঘোষাল পুঁতলে কি গাঁথলে কি পূজলে তা হবে ইট? সবিনয়ে নিবেদন করি এই বিচার কি সার্বজনীন? আপনার এই প্রচেষ্টা কি যাঁদের আপনি 'কোণঠাঁসা' বলে মনে করেছেন তাদের বারুদে আগুন দেওয়া নয়? আপনার এই বক্তব্য কি তাদের ভুলতে না দেওয়ার জন্য নয়?

সবশেষে অনুরোধ জানাই, প্রাণ খুলুন, হাওয়া ঢুকুক। আপনাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ঐশ্বর্য্য আমাদের ঐতিহ্যশালী করুক, পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করুক। জাগ্রত করুক আমাদের বিবেক। কিন্তু আপনার জীবমানেই তো কয়েক বৎসর থেকে ঘটছে 'বহড়া'র বিসর্জন না হওয়ার ঘটনা। কিন্তু সেই বিষয় আপনার কলমে আসেনি কেন? ঐ জায়গাটা কি জঙ্গিপুরের বাইরে? আপনার পরবর্তী লেখা জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমাদের উজ্জীবিত করবে এই আশা নিয়ে শেষ করলাম।

তাং ১০/১০/৯৮ আশিসকুমার ঘোষাল
রঘুনাথগঞ্জ

ট্রেকার চালকদের জুলুমে যাত্রীসাধারণ নাজেহাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর—লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ—মুরারই, রঘুনাথগঞ্জ—সাগরদিঘী পথে আজ অনেকদিন ধরেই ট্রেকার চলছে। যাত্রী তোলার সময় ড্রাইভার কণ্ডাকটরের মিষ্টি কথায় যাত্রীরা আকৃষ্ট হয়ে জন্তু-জানোয়ারের মত গাড়ির মধ্যে বোঝাই অবস্থায় নির্দিষ্ট ষ্টপেজে নামার পর তখন ভাড়ার জুলুম। কোনখানেই কোন ভাড়ার সামঞ্জস্য নাই। যা মুখ দিয়ে বার হবে তাই দিতে হবে। কোন প্রতিবাদ চলবে না। এ ব্যাপারে নাকি আর, টি ওর কোন দায়িত্ব নাই। স্থানীয় প্রশাসনও নীরব

যোগাসন প্রতিযোগিতায় প্রথম

রঘুনাথগঞ্জ : পঃ বঃ রাজ্য যোগকালচার অ্যাসোসিয়েশন অয়োজিত রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতায় স্থানীয় প্রতিবাদ পত্রিকার সম্পাদক বৈরাগী রবীন্দ্রনাথ হালদার প্রথম হয়েছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে অংশগ্রহণ করেন। ৪০-তম প্রতিযোগিতা গত ৯-১১ অক্টোবর হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে অনুষ্ঠিত হয়

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়। ফোন নং—৬৬২২৮

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

পরলোকগমন

সাগরদীঘি ঃ মনিগ্রামের রমানাথ চক্রবর্তী ৭৩ বছর বয়সে গত ১০ অক্টোবর তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। প্রথম-দিকে তিনি ছাত্রজীবন শেষ করে কৃষি কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। গ্রামের অনুন্নত জাতিকে কর্মে অনুপ্রাণিত করতে এক সময় তিনি গ্রামে তালগুড় শিল্প কেন্দ্র চালু করেন। তিনি অভিনয়ও করতেন। ১৯৫৪ সালে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে কৃষি প্রদর্শনীতে তাঁর উদ্যোগে 'বসুধারা রক্তাঞ্জলি' যাত্রা পালা অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন মহকুমা শাসক দীলিপকুমার গুহ সারা রাত ধরে অভিনয় দেখেন। রিফিউজি স্কুলে ও প্রাইমারী স্কুলেও রমানাথবাবু শিক্ষকতা করেন।

স্কুল কমিটির নির্বাচনে সি পি এম জয়ী

সাগরদীঘি ঃ বালিয়া হাই স্কুলের অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে ১৩ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিজনকুমার সরকার, আনন্দ মোহন দাস, জীতেন্দ্রনাথ দাস ও হান্নান সেখ বিপুল ভোটে জয়ী হন। এঁরা সকলেই সিপিএম সমর্থক বলে জানা যায়।

বধূ হত্যার দায়ে দেওর গ্রেপ্তার

সম্প্রতি ফরাক্কা থানার ডিয়ার ফরেষ্ট এলাকার কালীপদ ঘোষের স্ত্রী লতিকা (২৩) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লতিকার বাড়ীর লোকজন এলে শবদাহ করা হয়। কিন্তু পরের দিন লতিকার আত্মীয়রা থানায় শ্বশুরবাড়ীর নির্যাতনের অভিযোগ আনলে পুলিশ লতিকার স্বামীকে না পেয়ে দেওরকে গ্রেপ্তার করে।

দোতলা পাকা বাড়ী বিক্রী

জঙ্গিপুর পুরসভা এলাকায় জেলখানার সামনে সদর রাস্তার উপর তিন শতক জায়গার মধ্যে চারখানা ঘরসহ দোতলা পাকা বাড়ী বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

দেবব্রত মুখার্জী

এস, বি, আই, খাগড়া ব্রাঞ্চ/ফোন ঃ ৫০২৯৪

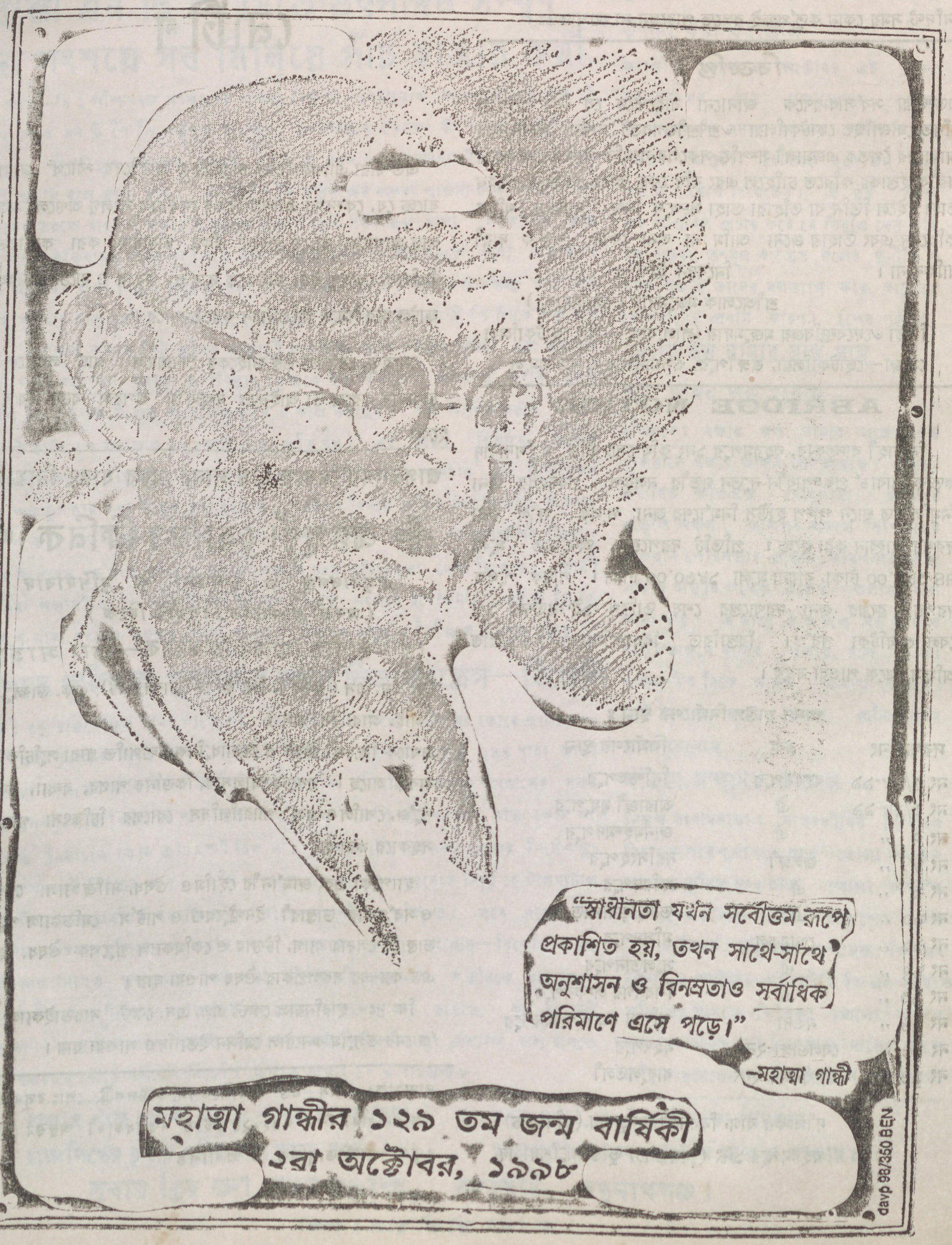

নানা অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

খানা খন্দ বন্ধ করে নিজেদের ট্রাকগুলো চালু রাখেন। সম্প্রতি পুর কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রি অফিসের মোড় থেকে 'নির্মাণ' ইটভাটা পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারে দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। কাজও যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ এলাকার বাসীন্দাদের অভিযোগ স্থানীয় এক ঠিকাদার প্রথম থেকে যেভাবে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন তাতে পূর্ব দশায় ফিরে আসতে বেশী সময় লাগবে না। তবে পুর দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওভারসীয়ার এ ব্যাপারে কি করছেন এটাই প্রশ্ন।

দায়িত্ব পেল গ্যামন ইণ্ডিয়া (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্যামন ইন্ডিয়া সেতু তৈরীর দায়িত্ব পেয়েছে বলে জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ জানা যায় ম্যাকিনটোস বার্ণ আহিরণের ফিডার ক্যানেলের দায়িত্ব নিয়েও শেষ পর্যন্ত করেনি, সেই কাজ কাপুর কোম্পানী শেষ করে। সেতুর ডিটেল প্রোজেক্ট রিপোর্ট চূড়ান্ত করা ও তার অনুমোদন এবং এই কাজের জন্য বরাদ্দ অর্থ বর্তমানে মঞ্জুর হয়ে গেছে। তবে সেতুর মূল কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে তার কোন নির্দিষ্ট সময় কোন কর্তৃপক্ষই বলতে পারছেন না আপাততঃ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে নিম্নতপশীল বর্ণিত মৌজাস্থিত ছোটকালিয়া ৺শ্রীশ্রীভগবতী মাতার সম্পত্তিসহ আমাদের পৈতৃক এজমালী সম্পত্তি সকলের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন শরীক হস্তান্তর করিতে চাহিলে এবং যদি কেহ তাহা খরিদ করেন তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে খরিদ করিবেন এবং তাহার জন্যে আমি বা অন্য কোন শরীক দায়ী থাকিব না। নিবেদন ইতি—

শ্রীঅলোক মজুমদার (গোরাবাবু)

পিতা ৺দেবেন্দ্রবিজয় মজুমদার (লালুবাবু), সাং ছোটকালিয়া

মৌজা—ছোটকালিয়া, জঙ্গীপুর, ওসমানপুর ও বড়শিমুল

ABRIDGE NOTICE

নির্বাহী বাস্তুকার, বহরমপুর ১নং কৃষি-সেচ ভুক্তি, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক ন্যাবার্ড প্রকল্পাধীন নূতন গভীর নলকূপ প্রকল্পের জন্য নিম্নলিখিত স্থানে পাম্প হাউস নির্মাণের জন্য পৃথক সীল করা দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। প্রতিটি দরপত্রের অনুমিত মূল্য ৭৪,৩৮৫·০০ টাকা, বায়না মূল্য ১৮৬০·০০ টাকা। পৃথক পৃথক দরপত্র ক্রয়ের জন্য দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ই নভেম্বর '৯৮ বেলা ৩ ঘটিকা পর্যন্ত। বিস্তারিত বিবরণীসমূহ উপরোক্ত অফিস থেকে পাওয়া যাবে।

পাম্প হাউস নির্মাণের স্থান ঃ

দরপত্র নং	ব্লক	নির্মাণের স্থান
নং ৫/৯৮-৯৯	বহরমপুর	নিশ্চিন্তপুর
নং ৬/৯৮-৯৯	ঐ	আরাজী মধুপুর
নং ৭ ,,	ঐ	জানমহম্মদপুর
নং ৮ ,,	জলঙ্গী	নরসিংহপুর
নং ৯ ,,	ঐ	ফরিদপুর
নং ১০ ,,	ঐ	ভাদুড়িয়াপাড়া
নং ১১ ,,	ডোমকল	মসিমপুর
নং ১২ ,,	ঐ	সুলতানপুর
নং ১৩ ,,	ঐ	শিবনগর লস্করপুর
নং ১৪ ,,	নওদা	পশ্চিম চর বৃন্দাবনপুর
নং ১৫ ,,	বেলডাঙ্গা-২নং	মহৎপুর
নং ১৬ ,,	রাণীনগর-২নং	বাবুলতলী

দীপঙ্কর বাগ, নির্বাহী বাস্তুকার (কৃষি-সেচ)
বহরমপুর ১নং (কৃষি-সেচ) ভুক্তি, মুর্শিদাবাদ

বৈদ্যুতিকীকরণ হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ইতিমধ্যে জঙ্গীপুরের ১২টি ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকটি এরকম সেন্টার গড়ে উঠলেও রঘুনাথগঞ্জের ৮টি ওয়ার্ডে একটিও না থাকায় বর্তমানে নীলরতন কলোনীর প্রাইমারী স্কুলকে কম্যুনিটি সেন্টার করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানা যায়।

ন্যাশানাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ
ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন

নোটীশ

এতদ্দ্বারা এ্যাশডাইকের চারধারের চাষীদের স্বার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কেন্দুয়া এ্যাশডাইকের দেওয়াল সংলগ্ন অঞ্চলে 'অড়হর গাছ লাগানো' বা যে কোন রকম চাষাবাদ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, যেহেতু ইহা ডাইককে দুর্বল করবে ও মাঠের চারধারে ফাটল ধরে সমূহ ক্ষতিসাধন করতে পারে।

সেহেতু, যে কেউ উক্ত ডাইকের দেওয়ালে গাছ লাগালে বা চাষাবাদ করলে তা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।